# Delhi Public School, Howrah

**HALF YEARLY EXAMINATION (2024-2025)**

**Class- VIII**

***Care must be taken not to write anything on the question paper. All the questions must be attempted in the correct sequence.***

**Subject: - BENGALI (2nd Language)**

**Time: -3 Hours** **F.M.-80**

## Section-A: Comprehension

**1. নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো :** 1×5=5

সেই সময়ের রাশিয়া ছিল কৃষি প্রধান দেশ। অর্থাৎ দেশের বেশিরভাগ মানুষই ছিল চাষী। সেই চাষীদেরও বেশিরভাগই ছিল অত্যন্ত গরিব। থাকার মধ্যে তাদের ছিল জরাজীর্ণ একটা কুঁড়েঘর, অল্প একটু জমি। যে জমির জন্য তাদের চড়া হারে খাজনা দিতে হত। সাবেক কালের একটা সোখো আর সেই সোখো টানার জন্য হার জিরজির একটা ঘোড়া। রাশিয়ার শীত বড় ভয়ংকর। সেই শীত কাটাবার উপযোগী গরম কাপড়ও তারা পেত না। তারপর যখন বসন্ত আসত, শীতের বরফ গলে চারিদিক ভরে যেত জল কাদায়, তখন পথ চলার জন্য, চাষ করার জন্য দরকার হতো একটা গামবুট। সেটা কেনার সামর্থ্যও থাকতো না সবার। গরিব চাষীদের থেকেও গরিব ছিল আরো একদল মানুষ। তাদের বলা হতো ভূমিদাস। ভূমিদাসদের কিছুই থাকত না। এরা মূলত ছিল ধনী চাষী আর জমিদারদের কেনা গোলাম। বংশপরম্পরায় এরা দাস হয়েই থাকতো।

এই গরিব চাষী ও ভূমিদাসদের চুষে খেত ধনী চাষীরা। রুশ ভাষায় যাদের বলে 'কুলাক'। এদের থেকেই জমি নিয়ে চাষ করত বেশিরভাগ গরিব চাষী। ফসল না হলে বা কম হলেও খাজনা কমাতো না কুলাকরা। প্রয়োজনে লেঠেল, পাইক দিয়ে ভিটামাটি উচ্ছেদ করে ছাড়তো এরা।

কুলাকের উপরে ছিল ছোট জমিদার, তার উপরে বড় জমিদার, তার উপরে আরো বড় জমিদার। এদের বলতো অভিজাত সম্প্রদায়। এছাড়া ছিল গির্জার ছোট পাদ্রী বা পুরোহিত থেকে শুরু করে আরো বড়, আরো বড়, তার চেয়েও বড় সব পাদ্রীরা। যাদের এক কথায় বলা হতো যাজক সম্প্রদায়। এদের সঙ্গে ছিল গির্জার সঙ্গে সম্পর্কিত নানা কিসিমের ভন্ড সন্ন্যাসীরা।

অত্যাচার চালানোর জন্য জমিদারদের ছিল নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী। নিজেদের এলাকায় এরাই ছিল হর্তাকর্তা। পান থেকে চুন খসলেই মুণ্ডু কাটা যাওয়ার ভয়। অবশ্য এদের থেকেও এককাঠি সরেশ ছিল জমিদারের কর্মচারীরা। যারা ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে। পাঁচ পয়সা দামের কোন জিনিস কিনলে এরা তার থেকে অন্তত তিন পয়সা ঘুষ খায়। এসব কর্মচারীদের বলা হয় আমলা। সব দেশের সব যুগেই এরা ছিল, এখনো আছে। আরো ছিল সৈন্যবাহিনী আর বিচার ব্যবস্থা। জারকে টিকিয়ে রাখার প্রধান দুই স্তম্ভ। সবার উপরে জার। বিখ্যাত রোমানভ্ বংশ। বিশাল রুশ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর।

I. তখন রাশিয়ার বেশিরভাগ মানুষ কোন সম্প্রদায়ের ছিল?

i. স্বনির্ভর শ্রেণীর।
ii. শাসক শ্রেণীর।
iii. শোষক শ্রেণীর।
iv. সুবিধাভোগী শ্রেণীর।

II. কোন গোষ্ঠীর মানুষদের নিজেদের মধ্যে কোনো বিভাজন ছিল না?

i. ভূমিদাস।
ii. পাদ্রী।
iii. চাষি।
iv. জমিদার।

III. মন্তব্য ও প্রদত্ত বিষয়গুলির মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য -

**মন্তব্য (ক) এই গরিব চাষি ও ভূমিদাসদের চুষে খেত ধনী চাষিরা।**

**মন্তব্য (খ) পাঁচ পয়সা দামের কোনো জিনিস কিনলে এরা তাঁর থেকে অন্তত তিন পয়সা ঘুষ খায়।**

i. মন্তব্য (ক) সঠিক, কিন্তু মন্তব্য (খ) গ্রহণযোগ্য নয়

ii. মন্তব্য (খ) সঠিক, কিন্তু মন্তব্য (ক) গ্রহণযোগ্য নয়

iii. মন্তব্য (ক) এবং মন্তব্য (খ) দুটোই সঠিক

iv. মন্তব্য (ক) এবং মন্তব্য (খ) কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়

IV. তখন রাশিয়ায় সবচেয়ে বেশি ভয়ংকর ছিল-

i. ভূমিদাসদের দারিদ্র্য।

ii. শীতকাল।

iii. চাষিদের দারিদ্য।

iv. জার।

V. 'প্রকার' বা 'রকম' শব্দটির অন্য একটি অর্থ আমরা উপরের অনুচ্ছেদে পাই। সেটি হল-

i. সরেশ

ii. কিসিম।

iii. যাজক।

iv. কুলাক।

**2. নিম্নলিখিত কবিতাটি পড়ে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো :** 1×5=5

আমার ছিল পদ্মার ভোর, বৈঁচিবনের বিকেল
তুমি কি আর সেসব কিছু পাও?
সোনারূপোর বদলে আজ দিচ্ছি কেবল নিকেল
ঘরের থেকে বেরোও না এক পা-ও!
আমার ছিল ভোরের আলোয় কীর্তনীয়ার গান
আমার ছিল ডালিমগাছের মৌ-
একটু বেলা হলেই যখন মন করে আনচান
দুধ দিয়ে যায় গয়লাবাড়ির বৌ!
আমার ছিল ঘোর দুপুরে ঝপাং করা সাঁতার
প্রহর পরে প্রহর কাটে জলে-
আমার ছিল উধাও পথ দিগদিগন্ত হাঁটার
হারিয়ে যাওয়া ছলে বা কৌশলে।
আমার ছিল বর্ষা অঝোর বৃষ্টিপড়ার দিনে
মাঠের মধ্যে ভিজে যাওয়ার সুখ,
আমার ছিল নৌকো থেকে জোড়া ইলিশ কিনে
মায়ের মুখে জাগানো কৌতুক।
আমার ছিল একলা বসে দুঃখ পাবার মতো
অঢেল সময়, ছড়ানো দিনরাত-
তোমার দিন যে রুটিন দিয়ে বাঁধছি অবিরত
তোমার আমার সেইখানে সংঘাত।

I. আলোচ্য কবিতায় সংঘাত কাদের মধ্যে?

i. দুই প্রজন্মের শৈশবের মধ্যে।
ii. দুই ব্যক্তির পছন্দ অপছন্দের মধ্যে।
iii. কবি ও অন্য একজনের মধ্যে।
iv. গ্রাম ও শহরের মধ্যে।

II. **মন্তব্যঃ কবির মনে এখন বড় দুঃখ।**
**কারণঃ একলা বসে দুঃখ পাবার সময় নেই বলে।**
i. মন্তব্য সঠিক, কিন্তু কারণ গ্রহণযোগ্য নয়।
ii. মন্তব্য ভুল, কিন্তু কারণ গ্রহণযোগ্য।
iii. মন্তব্য এবং কারণ দুটোই সঠিক।
iv. মন্তব্য এবং কারণ কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়।

III. 'পদ্মার ভোর' বা 'বৈঁচিবনের বিকেল' এখানে কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে -
i. শৈশব রূপে।
ii. প্রতীক রূপে।
iii. সংঘাত রূপে।
iv. সময় কাটানো রূপে।

IV. **মন্তব্যঃ সোনারূপোর বদলে আজ দিচ্ছি কেবল নিকেল।**
**কারণঃ সোনারূপোর দাম অনেক বেড়ে গেছে এখন।**
i. মন্তব্য সঠিক, কিন্তু কারণ গ্রহণযোগ্য নয়।
ii. মন্তব্য ভুল, কিন্তু কারণ গ্রহণযোগ্য।
iii. মন্তব্য এবং কারণ দুটোই সঠিক।
iv. মন্তব্য এবং কারণ কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়।

V. আলোচ্য কবিতায় 'জোড়া' বলতে বোঝানো হয়েছে-
i. টাটকা
ii. খাঁটি
iii. দুটি
iv. একটি

## Section-B: Grammer

3. **সন্ধিযুক্ত ও বিচ্ছেদ করঃ** (1x6=6)

a. নিঃ + ছিদ্র  b. অধঃ + গতি  c. মনঃ + তত্ত্ব
d. দুর্জয়  e. নিষ্কৃতি  f. বাচস্পতি

4. **নীচের বাগধারাগুলির অর্থ লিখে সার্থক বাক্যে প্রয়োগ করঃ** (1x4=4)

a. পুকুরচুরি
b. অরণ্যে রোদন
c. শ্রীঘর
d. বুদ্ধির ঢেঁকি

5. **সঠিক উত্তরটি বেছে নাওঃ** (1x4=4)

a. ধ্বনির অনুকরণে সৃষ্ট ধ্বনিকে বলে – (অনুকার শব্দ / ধ্বন্যাত্মক শব্দ / শব্দ দ্বৈত)
b. সাধিত ধাতুকে ভাঙলে পাওয়া যায় - (মৌলিক ধাতু + মৌলিক ধাতু / ধাতু + বিভক্তি / মৌলিক ধাতু + প্রত্যয়)
c. (তা / টে / ইক্) – প্রত্যয়টি বাংলা ও সংস্কৃত উভয় প্রত্যয়ে দেখা যায়।

d. ক্রিয়ার ভাব সবসময় নির্ভর করে (সমাপিকা ক্রিয়া / অসমাপিকা ক্রিয়া / ক্রিয়ার কাল) এর ওপর।

6. **নীচের বাক্যগুলি শুদ্ধ করে লেখঃ** (1x5=5)

a. সে নির্দোষী।

b. শ্মশানে শব পোড়ানো হইতেছে।

c. সকল ছাত্রদের নিয়ে যাওয়া হবে।

d. পড়ালেখা শেষ কর।

e. সে বুদ্ধিমান মেয়ে।

7. **শুদ্ধ বানানটি নির্ণয় করঃ** (0.5x4=2)

a. দুঃসহ / দুঃশহ / দুঃষহ।

b. মেহনতী / মেহনতি / মেহণতি।

c. ব্যাবধান / ব্যবধাণ / ব্যবধান।

d. শারীরিক / শারীরীক । শারিরীক।

8. **নীচের প্রত্যয়গুলি দিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করঃ** (0.5x4=2)

a. তব্য b. উনি c. উক্ d. ত্ব

9. **নীচের শব্দগুলি থেকে ধাতু বা শব্দ ও প্রত্যয় আলাদা করঃ** (0.5x4=2)

a. ফলন্ত b. নাচিয়ে c. ঝাঁকাই d. তলানি

## Section-C: Main Course Book & Supplementary Reader / Non-detailed Text:(MCQ)

**10. পাঠ্য গদ্য থেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির সঠিক বিকল্প উত্তরটি নির্বাচন করে লেখঃ (যে কোনো পাঁচটি)** 1x5=5

a. সবচেয়ে ভোরে কারা উঠত?

i. বেনে বউ।

ii. দোয়েল।

iii. শালিখ।

iv. ময়না।

b. **"ইহাকে আমরা ভয় করিতাম।"** – লেখক এখানে কাকে ভয় পেতেন?

i. গোবিন্দবাবু।

ii. সাতকড়ি দত্ত।

iii. লেখকের ভ্রমণের সঙ্গীকে।

iv. মালি বউকে।

c. কেন কুমিরটি আবার জলের ওপর ভেসে উঠেছিল?

i. লোকেদের মারার জন্য।

ii. খাবারের খোঁজে।

iii. নিজেকে রক্ষার জন্য।

iv. নিঃশ্বাস নেবার জন্য।

d. নঙ্গর কিনতে ডমরুধর কোথায় গিয়েছিল?

i. কোলকাতায়।

ii. সুন্দরবনে।

iii. বাংলাদেশে।

iv. পশ্চিম দেশে।

e. **"সহজে বিশ্বাস করিতে পারি না।"** -কোন কথা লেখক সহজে বিশ্বাস করতে পারে না?

i. কবির যশঃপ্রার্থীর সংখ্যা বাড়তে লেগেছে।

ii. গোবিন্দবাবু তাঁর কবিতা পছন্দ করেন।

iii. এখনকার মেয়েরা কবিতা লিখতে পারে না।

iv. এখনকার ছেলেরা কবিতা লিখতে পারে না।

f. **মন্তব্যঃ** লেখকের অতিথিকে উপোস করে থাকতে হত।

**কারণ- ক)** মালি বউ সব খাবার নিয়ে চলে যেত।

**কারণ- খ)** বাড়ির কাজের লোকেরা অতিথিকে পছন্দ করত না।

কারণ দুটিকে ঠিক অথবা ভুল হিসেবে চিহ্নিত করো।

i. কারণ ক ও খ দুটোই ঠিক

ii. কারণ ক ও খ দুটোই ভুল

iii. কারণ ক ঠিক খ ভুল

iv. কারণ ক ভুল খ ঠিক

**11. সহায়ক পাঠ থেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির সঠিক বিকল্প উত্তরটি নির্বাচন করে লেখঃ (যে কোনো পাঁচটি)** 1x5=5

a. মিনি কাবুলিওয়ালাকে হাসতে হাসতে কী জিজ্ঞাসা করিত?

i. তোমার ঝুলির ভিতর কী?

ii. তোমার বাড়ি কোথায়?

iii. তোমার নাম কী?

iv. তোমার মেয়ে কোথায়?

b. অ্যাং মোট ভাষা জানত -

i. তেরো হাজার।

ii. চৌদ্দ হাাজার।

iii. তেত্রিশ হাজার।

iv. ঊনত্রিশ হাজার।

c. **মন্তব্যঃ আগে খেতাম। হয়ত তোমাকেও খেতাম।**

**কারনঃ বেশ কয়েকশ বছর হল ছেড়ে দিয়েছি।**

i. মন্তব্য সঠিক কারণ ভুল।

ii. মন্তব্য ও কারণ উভয় ভুল।

iii. মন্তব্য ভুল কারণ সঠিক।

iv. মন্তব্য ও কারণ উভয় সঠিক।

d. **"আজিকার এই শুভদিনে এ লোকটা এখান হইতে গেলেই ভালো হয়।"-** এ উক্তিটিতে কোন ভাব প্রকাশ পেয়েছে?

i. সামাজিক কুসংস্কার।

ii. সামাজিক অবহেলা।

iii. সামাজিক রীতিনীতি।

iv. সামাজিক প্রেক্ষাপট।

e. হরিসাধনবাবুর দৌহিত্রের হয়ে কে প্রতিবাদ করেছিল?

i. শিবপদ।

ii. চিন্তাহরণ।

iii. ঘনাদা।

iv. রামশরণ।

f. মিনির মা কেমন স্বভাবের লোক ছিল?

i. অত্যন্ত শঙ্কিত

ii. অত্যন্ত রাগি

iii. অত্যন্ত শান্ত

iv. অত্যন্ত নরম

## Section-C: Main Course Book & Supplementary Reader / Non-detailed Text:

12. **"কিন্তু এসব কুমিরকে আমরা গ্রাহ্য করি না।"** -কোন কুমিরগুলিকে কারা গ্রাহ্য করত না? 2

13. 'কাব্যরচনাচর্চা' প্রবন্ধে লেখক তখনকার কবিতা লেখার চর্চা ও এখনকার কবিতা লেখার চর্চার মধ্যে যে পার্থক্য তুলে ধরেছেন তা আলোচনা কর। 3

Or,

দেওঘরে ঘুরতে গিয়ে আলাপ হওয়া অতিথিকে লেখক 'তুচ্ছ জীব' বলেছেন। কিন্তু সেই 'তুচ্ছ জীব'এর স্মৃতিই লেখক সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন দেওঘর থেকে। কেন সেই স্মৃতি বহুমূল্য তা আলোচনা কর।

14. **"সেই পরিচয়ের পর হইতে গোবিন্দবাবু আমাকে করুণার চক্ষে দেখিতেন।"**- গোবিন্দবাবুর পরিচয় দিয়ে লেখকের প্রতি তাঁর যে যে করুণার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল তা প্রবন্ধ অনুসারে লেখ। 5

Or,

'দেওঘরের স্মৃতি' ভ্রমণ কথায় অবলা প্রাণীদের প্রতি কথকের যে মমত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে তা প্রবন্ধ অনুসারে লেখ।

15. **সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লেখ:** (5×1)

**"মনে বড়ো পাই ভয় না জানি কেমন হয়**
**ভারতের ভারতী ভরসা।।"**

Or,

**"ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই- জানি আমি ভাবী বনস্পতি**
**বৃষ্টির, মাটির রসে পাই আমি তারি তো সম্মতি।"**

16. **'আগামী' বসন্তে জেনো মিশে যাবো বৃহতের দলে'**—কেন বসন্তের উপর জোর দেওয়া হয়েছে? 'বৃহতের দলে' বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন তা কবিতা অনুসারে লেখ। (2+3)

Or,

**"পূর্ণ কর নূতন মঙ্গল।"**- 'নূতন মঙ্গল' কী? কে কীভাবে কবির বাসনা পূর্ণ করবে তা লেখ।

17. **"ছাত্রদের টিটকিরি গা সওয়া হয়ে গেলেও, বুড়োদের পিছনে লাগাটা যেন কিছুতেই বরদাস্ত হয় না।"**- আলোচ্য অংশে 'বুড়োদের' বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে? তারা কীভাবে বক্তার পিছনে লাগে তা লেখ। (1+4)

Or,

**"কন্যার এই স্মরণচিহ্নটুকু বুকের কাছে লইয়া রহমত কলিকাতার রাস্তায় মেওয়া বেচিতে আসে।"**- স্মরণচিহ্নটুকু কি? রহমতের কাছে এর মূল্য কিরূপ তা গল্প অনুসারে লেখ।

### Section – D: Creative Writing

**18. নিম্নলিখিত বিষয় অনুসারে সংলাপ রচনা করঃ** 5

বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এ.আই) আধিপত্য সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে কথপোকথন।

Or,

স্মার্টবোর্ড দখল নিচ্ছে চক ডাস্টারের বোর্ডের জায়গা- এই বিষয় নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে কথপোকথন।

**19. নিম্নলিখিত বিষয় অনুসারে সারাংশ রচনা করঃ** 5

আজকের দুনিয়াটা আশ্চর্যভাবে অর্থ বা বৃত্তের ওপর নির্ভরশীল। লাভ ও লোভের দুর্নিবার গতি কেবল আগে যাবার নেশায় লক্ষ্যহীন প্রচন্ড বেগে শুধু আত্মবিনাশের পথে এগিয়ে চলেছে। মানুষ যদি এই মূঢ়তাকে জয় করতে না পারে, তবে মনুষত্বই লোভ পেয়ে যাবে। মানুষের জীবন আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, যেখান থেকে আজ হয়তো নামবার উপায় নেই। এবার উঠবার সিঁড়ি না খুঁজলেই নয়, উঠবার সিঁড়িটা না খুঁজে পেলে আমাদের আত্মবিনাশ যে অনিবার্য, তাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

Or,

আমাদের জাতীয় সাহিত্যে আমাদের মাতৃভাষা বাংলাতেই হবে। কোন জাতি কেবল বিদেশি ভাষা চর্চায় কখনো বড় হতে পারে না। ইউরোপ যখন ল্যাটিন ছেড়ে দেশী ভাষা ধরেছিল, তখন থেকে ইউরোপের অন্ধকার যুগের অবসান হয়ে আধুনিক উজ্জ্বল যুগের আরম্ভ হয়েছিল। যেদিন ইংল্যান্ড নরম্যান্ড ফ্রেঞ্চ ত্যাগ করে তার একসময়ের ঘৃণিত স্যাকশন ভাষাকে বরণ করে নেয়, সেদিনই ইংল্যান্ডের জাতীয় জীবনে উন্নতির সূত্রপাত হয়। সাহিত্যের দুই একটি শাখা বিদেশী মাটিতে বাঁচতে পারে, কিন্তু সমগ্র সাহিত্য বিদেশি আবহাওয়ায় বাঁচতে পারে না। সাহিত্য সাধনা যদি সম্পূর্ণ করতে চাও, তবে তোমার মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে সাহিত্য রচনা করতে হবে।